পরিক্রমা

সংখ্যা # ৭৪: সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: www.sec.gov.bd, www.secbd.org, http://www.এসইসিবিডি. বাংলা

E-mail: secbd@bdmail.net

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	০৪
২.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালকগণ	০৫
৩.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ	০৬
৪.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলি	০৭
৫.	পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রম	০৮
৬.	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)	১৯
৭.	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	২০
৮.	ক্যাপিটাল ইস্যু	২১
৯.	সার্ভেল্যান্স	২৪
১০.	নিবন্ধন	২৭
১১.	মিউচুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি (এমএফ অ্যান্ড এসপিভি)	২৮
১২.	সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেট অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ	২৯
	(এসআরএমআইসি)	
১৩.	সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)	৩১
১৪.	এনফোর্সমেন্ট	৩২
১৫.	আইন	৩৩
১৬.	সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস	৩৪
১৭	এমআইএস	৩৫
১৮	গবেষণা ও উন্নয়ন	৩৬
১৯	ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি	৩৭
২০	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	৩৮
২১	স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিক্স	৩৯
২২	প্রেস রিলিজ	৪০

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩-এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ৮ জুন ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য হল সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার নিয়ে গঠিত এবং চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক বাজার তদারকি করা কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. এম. খায়রুল হোসেন। কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী, ড. স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান।

পুঁজিবাজারের সংস্কার কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করায় ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কমিশনকে 'A' ক্যাটাগরিতে উন্নীত করে।

১. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

প্রফেসর মো. হেলাল উদ্দিন নিজামী
কমিশনার

ড. স্বপন কুমার বালা, এফসিএমএ
কমিশনার

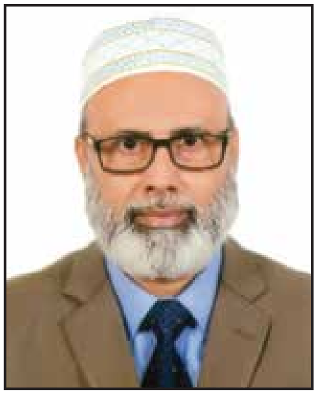

জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালকগণ

ক্রমিক	নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের নাম
১	জনাব ফরহাদ আহমেদ	এসআরআই এবং সিডিএস বিভাগ
২	মিসেস রুকসানা চৌধুরী	ক্যাপিটাল ইস্যু, এনফোর্সমেন্ট, অফিস অব দি চীফ একাউন্ট্যান্ট, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং এএমএল/সিএফটি উইং
৩	ড. এ.টি.এম. তারিকুজ্জামান	বর্তমানে লিয়েনে নিউজিল্যান্ড এ অবস্থান করছেন
৪	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	এসআরএমআইসি এবং প্রশাসন ও অর্থ
৫	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	সার্ভেল্যান্স বিভাগ, প্রকল্প পরচিালক এবং কমিশনের মুখপাত্র
৬	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	এমআইএস এবং গবেষণা ও উন্নয়ন
৭	জনাব এম হাছান মাহমুদ	মিউচুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স
৮	জনাব মাহবুবুল আলম	নিবন্ধন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম)
৯	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী	সিএমআরআরসি এবং আইন বিভাগ

৩. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ ও কমিশন সচিব

ক্রমিক	নাম	বিভাগের নাম
০১	জনাব কামরুল আনাম খান	ক্যাপিটাল ইস্যু
০২	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম	ক্যাপিটাল ইস্যু এবং ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি
০৩	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম	এসআরআই
০৪	জনাব রিপন কুমার দেবনাথ	সিএমআরআরসি
০৫	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	এনফোর্সমেন্ট
০৬	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	নিবন্ধন
০৭	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক	মিউচুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি
০৮	জনাব প্রদীপ কুমার বসাক	ক্যাপিটাল ইস্যু এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স
০৯	জনাব রাজিব আহমেদ	এমআইএস
১০	জনাব মোঃ আবুল কালাম	অর্থ
১১	জনাব মোঃ মনসুর রহমান	এসআরএমআইসি
১২	জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান	প্রশাসন
১৩	জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান	সার্ভেল্যান্স
১৪ *	মিসেস ফারহানা ফারুকী	কমিশন সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
১৫	জনাব আবু রায়হান মোহাম্মদ মুতাসীম বিল্লাহ	গবেষণা ও উন্নয়ন

* পরিচালক ও কমিশন সচিব

৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলি

একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুঁজিবাজার কোনো দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এরূপ নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক একটি পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিএসইসি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন; এবং
- এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধি প্রণয়ন ।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত হয়, যাঁরা সরকার কর্তৃক চার বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। সরকার তাঁদের ৬৫ বছর বয়স অনতিক্রম সাপেক্ষে পুনঃনিয়োগ দিতে পারেন। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

সিকিউরিটিজ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তার সকল কাজ পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন;
- বিধি প্রণয়ন:
- বাজার তদারকি ও সার্ভেল্যান্স, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, এনফোর্সমেন্ট কার্যাবলি এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- পুঁজিবাজার ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ; এবং
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

৫. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রম

বিএসইসি'র রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন

ক. উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিএসইসির সপ্তাহব্যাপী রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন

১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সপ্তাহব্যাপী রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম।

মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি, বেসরকারি এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিএসইসিসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অর্থনীতিকে বেগবান, বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের অবদান বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিএসইসিসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথাযথ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া, পুঁজিবাজারকে গতিশীল করতে এবং একই সাথে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশগুলো হলো: দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন, নতুন নতুন প্রোডাক্ট চালুর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করা, নতুন প্রোডাক্ট চালুর আগে তার পরিচিতি, পরিচালন প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ, বিএসইসি'র প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম জোরদার করে সর্বস্তরের বিনিয়োগ শিক্ষার বিস্তৃতিকরণ, সেইসাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা ও গুরুত্ব, অন্যান্য খাতের সাথে পুঁজিবাজারের আত্মসম্পর্ক বৃদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি মূলধনী কোম্পানির শেয়ার লেনদেন প্রক্রিয়া একটি বাজারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্মল ক্যাপ বোর্ড চালু করা এবং সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সর্বত্র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

তিনি আশা পোষণ করে বলেন, এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং দেশের অগ্রগতির ধারা আরও বেগবান হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবেন সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে-বুঝে ও সচেতনতার সাথে বিনিয়োগ করুন। পুঁজিবাজারের প্রতি সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ভবিষ্যতে পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের কার্যকরী উৎস হিসেবে তৈরি করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবে। পুঁজিবাজার হবে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের এক নির্ভরযোগ্য উৎস। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ২০৪৩ সালে যখন বিএসইসি'র সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে, অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে পুঁজিবাজারের অবস্থান আরো শক্তিশালী হবে। আর্থিক খাতের অন্যতম স্তম্ভ পুঁজিবাজার বিকাশে সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। ফলে পুঁজিবাজার আজকের স্থিতিশীল অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার দ্রুত বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এজন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বিনিয়োগকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে ক্রেস্ট প্রদান করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

পুঁজিবাজারের বিকাশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ইতোমধ্যে বিএসইসি'র নিজস্ব ভবন নির্মাণ করে দিয়েছে। আইনি সংস্কারের মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাদের পদ-মর্যাদা ও বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য সুবিধা বাংলাদেশ ব্যাংকের সমমানের করা হয়েছে। কমিশনের জনবল বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আইনি বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, কমিশনে কর্মরত সকলের জন্য দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করায় বিশ্বে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার দ্রুত বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ, ডিমিউচুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করা, শেয়ার বাজারে লেনদেনে কারচুপি ও অনিয়ম শনাক্তকরণ ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণীত প্রণোদনা প্যাকেজের সফল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। সেইসাথে সরকার পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্পেশাল ট্রাইবুনালের কার্যক্রম চালু করেছে, আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) গঠন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট) রুলস-২০১৫ এর মাধ্যমে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ইক্যুইটিতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে এবং বিএসইসি 'এ' ক্যাটাগরির নিয়ন্ত্রক সংস্থার সম্মান অর্জন করেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের পুঁজিবাজারের প্রতি ভারত ও চীনসহ অন্যান্য দেশের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (এসইবিআই) এবং বিএসইসি'র মধ্যে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। চীনের কনসোর্টিয়াম ইতোমধ্যে কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চীনের শেনঝেন ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কৌশলগত বিনিয়োগকারী হওয়ায় স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এই অংশীদারিত্বে পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবে। তাছাড়া, তিনি পুঁজিবাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সরকারের লক্ষ্যই হল দেশের সার্বিক উন্নয়ন। ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর থেকে, গত সাড়ে নয় বছরে দেশের প্রতিটি সেক্টরে অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সময় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরে উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গীকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকলকে একযোগে কাজ করে যাবারও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি বলেন, পুঁজিবাজারের বড় দুটি বিপর্যয় এই সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কমিশনকে সাথে নিয়ে মোকাবেলা করেছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ, আধুনিকায়ন ও গভীরতা বৃদ্ধিতে বর্তমান কমিশনের ভূয়ষী প্রশংসা করে তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার আজ ২৫ বছর পূর্তি হলেও পুঁজিবাজারের অধিকাংশ আইনি সংস্কার হয়েছে মূলত এই কমিশনের আমলে। আজ দেশের পুঁজিবাজার সত্যিকারভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি কে ক্রেস্ট প্রদান করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন

এই অগ্রগতি কোনোভাবেই ব্যাহত করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, পুঁজিবাজারের অমিত সম্ভাবনার বিষয়ে বিদেশিরা বেশ ওয়াকিবহাল। এই বিপুল সম্ভাবনা বিচার করেই বিশ্বের খ্যাতিমান দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ চীনের শেনঝেন ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে যুক্ত হয়েছে। চীনা কনসোর্টিয়ামের নিকট শেয়ার বিক্রির অর্থ পুঁজিবাজারে কেউ তিন বছরের জন্য বিনিয়োগ করলে মূলধনী মুনাফার উপর ১০ শতাংশ কর মওকুফ করারও ঘোষণা দেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন স্বাগত বক্তব্য এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

খ. বাণিজ্যনগরী চট্টগ্রামে সেমিনার

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ও সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমি প্রতিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ দীর্ঘ মেয়াদে অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের দিকে ঝোঁকে। শুধু স্বল্প মেয়াদের ক্ষেত্রে তারা ব্যাংক ঋণ নেয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেটি দেখা যায় না। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা ব্যাংকনির্ভর। এক্ষেত্রে, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রকসংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, 'বিশ্বের অনেক দেশে পুঁজিবাজারের ওপর তাদের অর্থনীতির সূচক ওঠানামা করে। কিন্তু আমাদের দেশে সেটি পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেশের টোটাল ইকোনমিক ইনডিকেশনে পুঁজিবাজারের ওঠানামা খুব বেশি প্রভাব রাখে না। উল্টো অনেক সময় আমরা শুনি কোনো কোনো কোম্পানি অনেক বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরও পুঁজিবাজারে ওই কোম্পানির ট্রেড হচ্ছে। এ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। সর্বোপরি কার্যকর একটি পলিসি সাপোর্ট তৈরি করে উদ্যোক্তাদের পুঁজিবাজারে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

যেসব কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে তাদের বিনিয়োগকারীদের ঠিকমতো ডিভিডেন্ড দেয়, তাদের নতুন কোম্পানি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি সহজ করতে হবে। তাদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্প অর্থনীতির আরেকটির লাইফ লাইন।'

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন সিএসইর এমডি জনাব এম সাইফুর রহমান মজুমদার এফসিএ, এফসিএমএ এবং সিডিবিএলের এমডি জনাব শুভ্র কান্তি চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএসইসির কমিশনার ড. স্বপন কুমার বালা। এছাড়া, সিএসই পরিচালক ডা. মঈনুল ইসলাম মাহমুদের সভাপতিত্বে সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ডিএসইর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কে এ এম মাজেদুর রহমান, লোটাস সিকিউরিটিজের জনাব আবুল বাশার ভূঁইয়া। সেমিনারে 'পোটেনশিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ ক্যাপিটাল মার্কেট ইন বাংলাদেশ–আ স্টাডি অন রোল অফ সিএস' শিরোনামে টেকনিক্যাল পেপার-১ উপস্থাপন করেন কী-নোট স্পিকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আকতার হোসেন। প্যানেল-আলোচক ছিলেন বিজিএমই এর সাবেক সহ-সভাপতি এম এ সালাম।

গ. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

সপ্তাহব্যাপী রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড আয়োজিত ডিএসই ব্রোকারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধিবৃন্দ, মার্চেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে বিএসইসি'র রজতজয়ন্তী শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল হাশেম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র কমিশনার ড. স্বপন কুমার বালা, এফসিএমএ এবং জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বলেন, বিএসইসি বিগত দিনে সকলের সহায়তায় পুঁজিবাজারের উন্নয়নে কাজ করেছে। শুধু নিয়ন্ত্রক নয় বরং সহায়কের ভূমিকায় থেকে পুঁজিবাজারের বিকাশের জন্য বিএসইসি'র জন্ম। দেশের পুঁজিবাজারকে আরও সম্প্রসারিত করতে হলে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিকল্প বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ধরনের ডেরিভেটিব্স প্রোডাক্ট এবং বন্ড মার্কেট চালু করা হবে। বন্ড মার্কেট চালু করার জন্য একটি কমিটি কাজ করছে। এছাড়া, স্মল ক্যাপ বোর্ড, ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কোম্পানি চালু করার জন্য কমিশন কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশ বাস্তবায়ন কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর মূল চালিকাশক্তি হলো শেয়ারহোল্ডারগণ। সকলের পরামর্শের ভিত্তিতেই পুঁজিবাজার সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

ঘ. বিএসইসি পরিবারের পুনর্মিলনী

কমিশন ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টি পারপাস হলে 'বিএসইসি পরিবারের পুনর্মিলনী' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি।

বিএসইসির ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের কেক কাটেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এমপি

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন-এর সভাপতিত্বে বিএসইসিতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে কমিশনে সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি কাজ করেছেন এমন প্রাক্তন অনেক কর্মচারী ও সকল বর্তমান কর্মচারী মিলিত হন এবং স্মৃতিচারণ করেন।

ঙ. কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিষয়ক সেমিনার

সপ্তাহব্যাপী রজতজয়ন্তীর ধারাবাহিক কার্যক্রমের সমাপনী দিনে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কার্নিভাল ও হারমনি হলে বিএসইসি কর্তৃক আয়োজিত 'সেমিনার অন কর্পোরেট গভর্ন্যান্স' সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিষয়ক সেমিনারে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন

সেমিনারের শুরুতে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড (সিজিসি) একটি প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুশাসন নিশ্চিত করা । যেহেতু কর্পোরেট সেক্টর বড় হচ্ছে লিস্টেড কোম্পানির সংখ্যা বাড়ছে। তাই এই খাতে বিশৃঙ্খলা দূর করতে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য অনেক বিচার-বিশেষণ করে বিদ্যমান সিজিসি প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ইকোনমি প্রায় ৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। এই ইকোনমিতে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পুঁজিবাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে প্রতিটি কোম্পানিতেই এই কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড পরিপালন করতে হবে।

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন, কমিশনার ড. স্বপন কুমার বালা এবং জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান-এর উপস্থিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ কে ক্রেস্ট প্রদান করেন

সেমিনারে বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, পুঁজিবাজারকে উন্নয়নের আরো দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে নিতে হবে। আর এ উন্নয়ন ধাপে ধাপে করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশীয় বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ দেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। তারা যেন পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় সে ধরনের কাজ করতে হবে। সরকার এখনো পুঁজিবাজারের পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যবহার করতে পারেনি। তবে সামনে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিনিয়োগবান্ধব।

পরে বিএসইসি'র কমিশনার অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালা, এফসিএম-এর সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব হাছান মাহমুদ। প্যানেল-আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কে এ এম মাজেদুর রহমান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. সাইফুর রহমান মজুমদার এবং সিডিবিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শুভ্র কান্তি চৌধুরী। মূল প্রবন্ধে বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসান মাহামুদ কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি সম্প্রতি জারিকৃত বর্তমান ৩য় প্রজন্মের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড ও আগের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে 'দোয়া মাহফিল ও আলোচনা' সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত 'দোয়া মাহফিল ও আলোচনা' সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। কমিশনের কমিশনারদ্বয় ড. স্বপন কুমার বালা, এফসিএমএ এবং জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামানসহ উক্ত অনুষ্ঠানে কমিশনের নির্বাহী পরিচালকসহ সকল স্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে শাহাদৎবরণকারী সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্বাধীনতা অর্জনে তথা সমাজ বিবর্তনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় অন্যান্যের মধ্যে বলেন, 'জাতির জনকের বিয়োগান্তক ঘটনা আমাদের জন্য খুবই শোকাবহ ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর মৃত্যুর আগে মাত্র চার বছরের কম সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে তিন-পঞ্চমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত একটি দেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যান, তা ছিল তাঁর নেতৃত্বের এক বিস্ময়কর গুণ। দুই দশক ধরে আমাদের যে হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তাতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে আমরা ২০৩০ সনের বেশ আগেই অর্জন করবো। জাতীয় শোক দিবসের শোককে শক্তিতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা সফল হবোই।'

এরপর ১৫ই আগস্টের নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন কমিশনের পরিচালক জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে ১৫ই আগস্টের শহিদদের স্মৃতির স্মারক হিসেবে বৃক্ষ রোপন করেন মাননীয় প্রধান অতিথি।

নতুন আঙ্গিকে অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টি পারপাস হলে ০৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে নতুন আঙ্গিকে অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠিত উক্ত সার্টিফিকেট কোর্সের কর্মসূচিতে পূর্বের কর্মসূচিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে সিকিউরিটিজ আইনসহ পুঁজিবাজারে কর্মরতদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং নৈতিক মান, আচরণ বিধিসহ অনেক নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কমিশনের কমিশনারদ্বয় ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং ডিএসইর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি হিসেবে কমিশনের চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দেশের পুঁজিবাজারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ, দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীগণ হচ্ছে বাজারের চালিকাশক্তি। বিনিয়োগকারীদের সাথে সরাসরি কাজ করতে হয় অনুমোদিত প্রতিনিধিদের। তাই বিনিয়োগকারীদের সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুমোদিত প্রতিনিধিদের শৃঙ্খলা, দায়িত্বশীলতা ও নৈতিক মানদণ্ড যত উন্নত হবে, দেশের পুঁজিবাজার সুশৃঙ্খল ও স্থিতিশীল হতে ততটাই সহায়ক হবে।

৬. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)

ক্রমিক	বিষয়	শ্রেণি বিভাগ	সূত্র
১.	প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯১/১১৪/প্রশাসন/২৮ তারিখ ০২ অক্টোবর ২০১১ এর সংশোধন	প্রজ্ঞাপন	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯১৯১/২০৯/প্রশাসন/৮২ ৩১ জুলাই ২০১৮

৭. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

ক্রমিক	বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থা	কোম্পানির সংখ্যা
১.	IPO/RPO/ Rights Issue/ Convertible Preference Shares- এর তহবিল ব্যবহার প্রসঙ্গে	IPO/RPO/ Rights Issue/Convertible Preference Shares-এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন/নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে কমিশনকে সদয় অবহিত করা হয়েছে।	০৩
		ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কোম্পানিসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	০১
		IPO/Rights Issue-এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল-এর পরিবর্তিত ব্যবহারের প্রস্তাব কমিশনের সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।	০১
		কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ পরীক্ষান্তে কমিশনের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।	০১
২.	নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	১১
৩.	জুন ৩০, ২০১৬ এবং ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী	ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য কোম্পানিসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।	০১
		কোম্পানি এবং নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ পরীক্ষান্তে কমিশনের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।	০৪
		বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।	০১
		নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী তৈরিতে সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ ভঙ্গ করায় এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	০২
৪.	মার্চ ৩১, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	১১
৫.	জুন ৩০, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ২য় প্রান্তিক/অর্ধ-বার্ষিক অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	১১
৬.	নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ	কমিশনের নোটিফিকেশন নং- এসইসি/সিএমআরসিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/এডমিন/৪৪, তারিখ অগাস্ট ০৭, ২০১২ ইং জারিকৃত কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইন সংক্রান্ত শর্ত/বিধি নং ১.২ (iii) পরিপালন সাপেক্ষে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগে কমিশন অনাপত্তি জ্ঞাপন করেছে।	০৫
		কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইন সংক্রান্ত নোটিফিকেশনের কতিপয় শর্ত পরিপালন না করায়, কমিশন নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করেনি।	০১

৮. ক্যাপিটাল ইস্যু

- **মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিসমূহের তালিকা :**

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	রোজ সোয়েটার লি.	০২.০৭.২০১৮	১৫০,০০০,০০০
২	এসপি গার্মেন্টস লি.	০৩.০৭.২০১৮	৭০,৫৫০,০০০
৩	ওমেরা পেট্রোলিয়াম লি.	০৩.০৭.২০১৮	৫০২,৫০০,০০০
৪	ভেনেসা এন্টারপ্রাইজ লি.	০৪.০৭.২০১৮	৫০,০০০,০০০
৫	নাভানা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড	১৬.০৭.২০১৮	২০০,০০০,০০০
৬	বিনোদা নীটওয়্যার লিমিটেড	১৭.০৭.২০১৮	৫৪,০৭৪,০০০
৭	সুরুচি মাল্টি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	১৭.০৭.২০১৮	১০০,০০০,০০০
৮	গে াবাল স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লি.	২২.০৭.২০১৮	২০০,০০০,০০০
৯	মিল্কভিক বাংলাদেশ লি.	২৩.০৭.২০১৮	১০০,৬৮৫,০০০
১০	বেঙ্গল হোটেল এন্ড রিসোর্ট লি.	২৩.০৭.২০১৮	৪৩৯,১৪৩,৮০০
১১	প্রভা হেল্থ বাংলাদেশ লি.	২৩.০৭.২০১৮	৮৫,০০০,০০০
১২	কাল্টিম্যাক্স এনার্জি বাংলাদেশ (প্রাইভেট) লি.	২৪.০৭.২০১৮	১৫১,১৮৪,৪০০
১৩	ডায়নামিক সান এনার্জি প্রাইভেট লি.	০২.০৮.২০১৮	৯৯,৫৯৬,০১০
১৪	লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লি.	০৫.০৮.২০১৮	৪৮৫,০০০,০০০
১৫	সুগুনা ফুড এন্ড ফিডস বাংলাদেশ প্রাইভেট লি.	০৯.০৮.২০১৮	২০,৪৮৫,৫০০
১৬	কেমিষ্ট ল্যাবরেটরিজ লি.	১৬.০৮.২০১৮	৬০,০০০,০০০
১৭	ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লি.	২৮.০৮.২০১৮	১৪৭,৪৫০,০০০
১৮	ইকোটেক্স লি.	০৫.০৯.২০১৮	৫২৯,৮৫৭,১৪০
১৯	এসকিউ বিরিকিনা লি.	০৫.০৯.২০১৮	৪৭,৪৪৪,৯০০
২০	বাংলাদেশ -চায়না পাওয়ার কোং লি.	০৬.০৯.২০১৮	২,৯৪৫,০৮৫,০৮০
২১	গ্রিন টেক্সটাইলস লি.	০৬.০৯.২০১৮	৩১৯,৬৮৯,৯০০
২২	এপেক্স ফার্মা লি.	১১.০৯.২০১৮	৩০,০০০,০০০
২৩	গ্লোডেন হার্ভেস্ট আইসক্রিম লি.	১১.০৯.২০১৮	৭০০,০০০,০০০
২৪	ক্যানপার্ক বাংলাদেশ এ্যাপারেল (প্রাইভেট) লি.	১৩.০৯.২০১৮	৫৫০,৫৯৬,০০০
২৫	ডেন ফুডস লি.	২৩.০৯.২০১৮	৪৭,০০০,০০০
২৬	বাংলাদেশ -চায়না পাওয়ার কোং লি.	২৫.০৯.২০১৮	১০,২৬৫,১০৬,৪২০
	মোট টাকা		**১৮,৩৫০,৪৪৮,১৫০**

• মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের তালিকা :

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	আরএকে পেইন্টস লি.	০৫.০৭.২০১৮	৯৫,০০০,০০০
২	হোমল্যান্ড লাইফ ইনস্যুরেন্স কোং লি.	০৮.০৭.২০১৮	৬৬,০০০,০০০
৩	ইউনিয়ন ইনস্যুরেন্স কোং লি.	১২.০৭.২০১৮	১৭,৪৯১,৫০০
৪	বি-আর পাওয়ারজেন লি.	১৭.০৭.২০১৮	২,১১১,৫১৭,৩২০
৫	ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যান্ড ইনফ্রাসট্রাকচার ডেভোলাপমেন্ট ফাইন্যান্স কোং লি. (আইআইডিএফসি)	২২.০৭.২০১৮	২০০,০০০,০০০
৬	রাজলংকা পাওয়ার কোং লি.	২৩.০৭.২০১৮	৫৩,৬৭০,০০০
৭	বাজাজ বাংলাদেশ লি.	০২.০৮.২০১৮	১৫,৮৭৬,৪৩০
৮	ইলেকট্রো লেড এন্ড লাইটস লি.	১৬.০৮.২০১৮	৫০,০০০,০০০
৯	বিডি ফাইন্যান্স সিকিউরিটিজ লি.	১৬.০৮.২০১৮	২৬,১৫০,০০০
১০	ফার্স্ট ঢাকা ইলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে (এফডিইই) কোং লি.	১৯.০৮.২০১৮	৭০৬,০৪৭,৮০০
১১	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	২৬.০৮.২০১৮	৬৭৩,০০৫,০২০
১২	এসোসিয়েট অক্সিজেন লি.	২৭.০৮.২০১৮	৭০০,০৫৪,৬২০
১৩	বাংলাদেশ ডেভোলাপমেন্ট কোং লি.	২৭.০৮.২০১৮	৬০,২০৩,০০০
১৪	বাংলাদেশ ইনফ্রাসট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লি.	১০..০৯.২০১৮	৪৯০,০০০,০০০
১৫	জেএমআই হসপিটাল রিকুইজিট ম্যানুফেকচার লি.	১৩.০৯.২০১৮	১৫০,০০০,০০০
১৬	বেইস টেক্সটাইলস লি.	১৮.০৯.২০১৮	৭০০,০০০,০০০
১৭	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১৮.০৯.২০১৮	৪৭৯,৫২০,০০০
১৮	অরাইজা এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	২৫.০৯.২০১৮	৪৯১,২৫০,০০০
১৯	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লি. (প্রস্তাবিত)	২৫.০৯.২০১৮	৪,০০০,০০০,০০০
	মোট টাকা		**১১,০৮৫,৭৮৫,৬৯০**

- **বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানিসমূহের তালিকা :**

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	দি সিটি ব্যাংক লি.	১০.০৭.২০১৮	৭,০০০,০০০,০০০
২	আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি.	১৭.০৭.২০১৮	৫,০০০,০০০,০০০
৩	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	১৭.০৭.২০১৮	২০,০০০,০০০,০০০
৪	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	২৭.০৯.২০১৮	৭,০০০,০০০,০০০
৫	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক	২৭.০৯.২০১৮	৫,০০০,০০০,০০০
৬	ডাচ বাংলা ব্যাংক লি.	২৭.০৯.২০১৮	৫,০০০,০০০,০০০
৭	ওয়ান ব্যাংক লি.	২৭.০৯.২০১৮	৪,০০০,০০০,০০০
	মোট টাকা		**৫৩,০০০,০০০,০০০**

৯. সার্ভেল্যান্স

দৈনন্দিন বাজার সার্ভেল্যান্স

দৈনন্দিন পুঁজিবাজার সার্ভেল্যান্স-এর অংশ হিসেবে সার্ভেল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্টক এক্সচেঞ্জের দৈনন্দিন লেনদেন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম, সন্দেহজনক লেনদেন এবং বাজার আচরণ বিধির পরিপন্থি কোন কিছু ঘটে থাকলে তা কমিশনের সার্ভেল্যান্স সিস্টেম 'InstantWatch Market' ব্যবহারপূর্বক পর্যবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকেন। দৈনিক লেনদেন শেষে একটি দৈনিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, যেখানে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং সংশিষ্ট নির্বাহী পরিচালককে সরবরাহ করা হয়।

তদন্ত ও অনুসন্ধান

সিকিউরিটিজ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সন্দেহজনক ও কারসাজিমূলক লেনদেনের তদন্ত ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সকল আইন-কানুনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্ভেল্যান্স বিভাগ কর্তৃক শেয়ার লেনদেন সম্পর্কিত নিম্নোক্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া, উক্ত সময়ে ডিএসই এবং সিএসই সিকিউরিটিজ লেনদেন সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করেছে:

ক. তদন্ত

ক্রমিক	তদন্তের ধরন	তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ
০১	বাংলাদেশ অটোকারস লিমিটেড ও লিগ্যাসি ফুটওয়ার লিমিটেডের অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে তদন্ত প্রসঙ্গে	বিএসইসি

খ. অনুসন্ধান

ক্রমিক	অনুসন্ধানের ধরন	অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ
০১	ডিসেম্বর ২৭, ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ০২, ২০১৮ সময়কালে মেঘনা পেট-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
০২	ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৮ থেকে মার্চ ০৩, ২০১৮ সময়কালে ওয়াটা কেমিক্যালস লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
০৩	ফেব্রুয়ারি ০৮, ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১৮ সময়কালে এপেক্স ফুডস-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
০৪	ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০১৮ থেকে মার্চ ০৩, ২০১৮ সময়কালে কে এন্ড কিউ-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই

ক্রমিক	অনুসন্ধানের ধরন	অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ
০৫	মার্চ ৩১, ২০১৮ তারিখে আলিফ ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
০৬	জুন ০৬, ২০১৮ থেকে জুন ২৬, ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ অটোকারস লিমিটেড-এর লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
০৭	মে ০৯, ২০১৮ থেকে জুন ০৩, ২০১৮ সময়কালে লিগ্যাসি ফুটওয়ার লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
০৮	মার্চ ২৯, ২০১৮ থেকে মে ০৩, ২০১৮ সময়কালে রূপালি লাইফ ইন্সুরেন্স -এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
০৯	ফেব্রুয়ারি ০৬, ২০১৮ থেকে মার্চ ০৬, ২০১৮ সময়কালে সাভার রিফ্রাক্টরিজ-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১০	জুন ২১, ২০১৮ থেকে জুলাই ২৯, ২০১৮ সময়কালে খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১১	মে ১৯, ২০১৭ থেকে মে ২৩, ২০১৮ সময়কালে লিগ্যাসি ফুটওয়ার লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১২	জুলাই ০৩, ২০১৮ থেকে জুলাই ০৪, ২০১৮ সময়কালে উসমানিয়া গ্লাস-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১৩	জুন ১৯, ২০১৮ থেকে জুলাই ০৪, ২০১৮ সময়কালে ড্রাগন সোয়েটার-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১৪	মে ২৯, ২০১৮ থেকে জুন ০৭, ২০১৮ সময়কালে লিব্রা ইনফিউশন-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১৫	মে ২৪, ২০১৮ থেকে জুন ১১, ২০১৮ সময়কালে এমবি ফার্মাসিউটিক্যালস-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১৬	মে ১৪, ২০১৮ থেকে জুন ১১, ২০১৮ সময়কালে মুন্নু সিরামিকস-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১৭	ফেব্রুয়ারি ০৪ , ২০১৮ থেকে মে ০৯, ২০১৮ সময়কালে সালভো ক্যামিক্যালস-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১৮	জুন ০৩, ২০১৮ থেকে জুন ১৮, ২০১৮ সময়কালে স্টাইল ক্রাফট-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
১৯	এপ্রিল ০৪, ২০১৮ থেকে মে ০৮, ২০১৮ সময়কালে ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২০	জুন ০৩, ২০১৮ থেকে জুন ২৭, ২০১৮ সময়কালে রেনউইকজা-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২১	জুলাই ০৯, ২০১৮ থেকে আগস্ট ০৬, ২০১৮ সময়কালে ইনটেক লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২২	মার্চ ২৮, ২০১৮ থেকে এপ্রিল ১৮, ২০১৮ এবং এপ্রিল ১৯, ২০১৮ থেকে আগস্ট ২০, ২০১৮ সময়কালে উসমানিয়া গ্লাস-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই

ক্রমিক	অনুসন্ধানের ধরন	অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ
২৩	মে ২৪, ২০১৮ থেকে জুলাই ০৭, ২০১৮ সময়কালে লিগ্যাসি ফুটওয়ার লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২৪	মে ২৯, ২০১৮ থেকে জুন ১৮, ২০১৮ সময়কালে শ্যামপুর সুগার লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২৫	জুন ০১, ২০১৮ থেকে আগস্ট ১৬, ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ অটোকারস লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২৬	জুলাই ০১, ২০১৮ থেকে আগস্ট ১৬, ২০১৮ সময়কালে লিগ্যাসি ফুটওয়ার লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২৭	জুন ১৯, ২০১৮ থেকে জুলাই ২৫, ২০১৮ সময়কালে ড্রাগন সোয়েটার-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২৮	মে ২৯, ২০১৮ থেকে জুন ২০, ২০১৮ সময়কালে আলিফ ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
২৯	জুন ১৯, ২০১৮ তারিখে আলিফ ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড শেয়ারের লেনদেনের বিষয়ে গ্রীণ ডেলটা লাইফ মিউচুয়াল ফান্ডের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
৩০	জুন ০৬, ২০১৮ থেকে জুন ২১, ২০১৮ সময়কালে স্টান্ডার্ড সিমেন্ট লিমিটেড-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
৩১	জুলাই ০৩, ২০১৮ থেকে জুলাই ১৬, ২০১৮ সময়কালে ইউনাইটেড ইন্সুরেন্স-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
৩২	জুন ২১, ২০১৮ থেকে জুন ২৭, ২০১৮ সময়কালে লিমিটেড খুলনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
৩৩	জুন ০৩, ২০১৮ থেকে জুন ২১, ২০১৮ সময়কালে জিকিউবলপেন-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই
৩৪	মার্চ ০১, ২০১৮ থেকে এপ্রিল ০৮, ২০১৮ সময়কালে শা শা ডেনিম-এর শেয়ার লেনদেনের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে	ডিএসই

• পর্যবেক্ষণ

এ সময়ে সার্ভেল্যান্স সিস্টেম এ যেসব শর্ট-সেল অ্যালার্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ঐ সকল অ্যালার্ট এর উপর অনুসন্ধানপূর্বক ডিএসসি ও সিএসসি কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে ৬৫ (পয়ষট্টি)টি স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন সিকিউরিটিজ-এ শর্ট-সেল এর প্রমাণ পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে

১০. নিবন্ধন

নিবন্ধন বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, মার্চেন্ট ব্যাংক, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ফান্ড ম্যানেজার, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়ান-এর সনদ প্রদান এবং নবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ সময়ে নিম্নোক্ত সনদ ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে:

ক্রমিক	ইস্যুকৃত সনদের ধরন	ইস্যুকৃত সনদের সংখ্যা	নবায়নকৃত সনদের সংখ্যা	শাখা অনুমোদন	অফিস স্থানান্তর
০১.	স্টক ডিলার (i)	০১(ডিএসই)	৬৩	০১	--
		০৪(সিএসই)	৩৪	--	--
০২.	স্টক ব্রোকার (i)	০১(ডিএসই)	৬৮	--	--
		০(সিএসই)	--	--	--
০৩.	অনুমোদিত প্রতিনিধি (i)	০৩ (ডিএসই)	৪৬৫	--	--
		৪৯ (সিএসই)	৮৩	--	--
০৪.	মার্চেন্ট ব্যাংক (ii)	০১	--	--	০১
০৫.	সম্পদ ব্যবস্থাপক (iii)	--	--	--	--
০৬.	সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান (iv)	--	০২	--	--
০৭.	ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী (v)	০১ (সিডিবিএল)	৭২	--	--
০৮.	ডেট সিকিউরিটিজ এর জন্য ট্রাস্টি (vi)	০৬	--	--	--
০৯.	ফান্ড ম্যানেজার (vii)	০১	--	--	--
১০.	ট্রাস্টি (vii)	০২	--	--	--

- **নিবন্ধন বিভাগ যে সকল বিধিমালা/প্রবিধানমালার অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার তালিকা নিম্নরূপ:**

i. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;
ii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬;
iii. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;
iv. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩;
v. ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩;
vi. Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012;
vii. Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015;

১১. মিউচুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি (এমএফ অ্যান্ড এসপিভি)

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে:

অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড-এর খসড়া বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা চুক্তি, পেসমেন্ট মেমোরেন্ডাম এবং সাবসক্রিপশন এগ্রিমেন্ট অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক্রমিক	ফান্ডের নাম	অনুমোদনের তারিখ	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	এজ বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড (বে-মেয়াদি)	২৩.০৭.২০১৮	১০.০০
২	ক্যাপিটেক পদ্মা পি.এফ. শরীয়াহ ইউনিট ফান্ড (বে-মেয়াদি)	৩১.০৭.২০১৮	১০.০০

১২. সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

- কোম্পানির এজিম ও ডিভিডেন্ট এর তালিকা:

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	বছর	এজিএম তারিখ	লভ্যাংশ	
				নগদ	শেয়ার
১	রূপালী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	০৪/০৭/১৮	৫.	৫%
২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২০১৭১২	০৮/০৭/১৮	-	১০%
৩	ইসলামী ইন্সুরেন্স বাংলাদেশ লি.	২০১৭১২	১৪/০৭/১৮	৫.	৫%
৪	গ্লোবাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	১৪/০৭/১৮	-	৫%
৫	পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	১৬/০৭/১৮	-	১২%
৬	বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লি.	২০১৮০৩	১৭/০৭/১৮	২০০.	১০০%
৭	ম্যারিকো বাংলাদেশ লি.	২০১৮০৩	১৮/০৭/১৮	৬০০.	-
৮	প্রভাতী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	২৩/০৭/১৮	১০.	-
৯	ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	২৫/০৭/১৮	২০.	-
১০	সোনার বাংলা ইন্সুরেন্স লি.	২০১৭১২	২৬/০৭/১৮	১০.	-
১১	প্রগতি ইন্সুরেন্স লি.	২০১৭১২	২৯/০৭/১৮	১৩.	৫%
১২	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	২০১৭১২	৩০/০৭/১৮	১৩.	-
১৩	পিপলস ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	০১/০৮/১৮	১০.	-
১৪	বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	০৭/০৮/১৮	-	-
১৫	পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	২৭/০৮/১৮	৪০.	-
১৬	জনতা ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	০৪/০৯/১৮	-	৫%
১৭	পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স সার্ভিসেস লি.	২০১৭১২	১৮/০৯/১৮	-	-
১৮	সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	২০১৭১২	১৯/০৯/১৮	-	২%
১৯	ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	২৬/০৯/১৮	২০.	১৫%
২০	পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লি.	২০১৭১২	২৭/০৯/১৮	-	-
২১	প্রগতি লাইফ ইন্সুরেন্স লি.	২০১৭১২	২৭/০৯/১৮	১৫.	১০%
২২	মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	৩০/০৯/১৮	২০.	-
২৩	সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.	২০১৭১২	৩০/০৯/১৮	-	২০%

- **তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ:**

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	মীমাংসিত
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করা অথবা দেরিতে প্রদান	১১	৫	৬
শেয়ার ট্রান্সফার সম্পর্কিত	১০	৩	৭
রাইট অফারের পত্র না পাওয়া	-	-	-
বার্ষিক প্রতিবেদন না পাওয়া	৯	১	৮
বিবিধ	২১	৬	১৫
মোট	**৫১**	**১৫**	**৩৬**

এসইসি-এর নোটিফিকেশন নং এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৭১ তারিখ ১২.১০.২০১১ অনুযায়ী ডিএসই, সিএসই এবং সিডিবিএল তালিকাভুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মীমাংসা করে এবং কমিশনের নিকট উপরোক্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করে।

১৩. সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

উক্ত বিভাগ এ সময়ে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করেছে :

এসআরআই বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান ব্যাংক, সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি, মার্কেট মেকার্স, সিকিউরিটি লেন্ডারস ও বরোয়ার্স্ ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ডিপি ও মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে। এছাড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসআরআই বিভাগ সাধারণ বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে।

ক. বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ :

অভিযোগের প্রকৃতি	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা			প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সেমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	প্রযোজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের লক্ষ্যে ডিএসই তে প্রেরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
	জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮	পূর্ববর্তী	মোট				
অনুমোদন ব্যতীত শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত	০২	০৬	০৮	-	০১	০১	০৬
শেয়ার হস্তান্তর না করা সংক্রান্ত	০৭	-	০৭	-	-	-	০৭
বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিশোধ না করা সংক্রান্ত	০৩	০২	০৫	০১	০১	০২	০১
ফোর্স সেল/ মার্জিন সংক্রান্ত	০১	-	০১	-	-	-	০১
স্টক ডিলার/ স্টক ব্রোকার ও অন্যান্যদের দুর্নীতি/ অনিয়ম সংক্রান্ত	০৩	০১	০৪	০২	-	-	০২
নগদ/চেক/ডিভিড্যান্ড/বোনাস সংক্রান্ত	০১	-	০১	-	-	-	০১
বিবিধ	০৩	০১	০৪	০২	-	-	০২
মোট	**২০**	**১০**	**৩০**	**০৫**	**০২**	**০৩**	**২০**

খ. এসআরআই বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম :

ক্রমিক	বিবরণ	পরিদর্শন	পরিদর্শন সংখ্যা	এনফোর্সেমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	নিষ্পত্তি	প্রক্রিয়াধীন
১	স্টক ডিলার/ স্টক ব্রোকার	মাসিক নিয়মিত পরিদর্শন	০৫	০৩	০১	০১
		বিশেষ পরিদর্শন	-	-	-	-
মোট			**০৫**	**০৩**	**০১**	**০১**

১৪. এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/ তদন্তকালে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট তা পেশ করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক এ সময়ে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ প্রদর্শন করা হল :

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি (সংখ্যায়)	এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থার ধরন	
			জরিমানা	সতর্কীকরন
১	ইস্যুয়ার কোম্পানি/পরিচালক	৪৭	১৬	৩১
২	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/ মার্চেন্ট ব্যাংক/ অনুমোদিত প্রতিনিধি	১৯	০২	১৭
৩	চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট	০১	-	০১
৪	অন্যান্য	০৬	-	০৬
	মোট	**৭৩**	**১৮**	**৫৫**

১৫. আইন

কমিশন কর্তৃক এবং বিরুদ্ধে মোট ৫৩৬টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। মামলাসমূহের আদালতভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
০১.	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট	আপীল বিভাগ	১৭টি
		হাইকোর্ট বিভাগ	২২২টি
০২.	স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, বিএসইসি, ঢাকা		১৭টি
০৩.	জেলা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		১১টি
০৪.	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		০৪টি
০৫.	শ্রম আদালত, ঢাকা		০২টি
০৬.	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		২৬৩টি
মোট মামলার সংখ্যা			**৫৩৬টি**

১৬. সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস

এ সময়ে পুঁজিবাজারে ডিপজিটরি ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছেঃ

কোম্পানির নাম	অন্তর্ভুক্তির তারিখ
বসন্ধরা পেপার মিলস্ লিমিটেড	জুলাই ০২, ২০১৮
জেনিথ বার্ষিক ইনকাম ফান্ড	জুলাই ০৮, ২০১৮
এসকে স্ট্রিম এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	জুলাই ১৫ ,২০১৮
আমান কটন ফেব্রিক্স লিমিটেড	আগস্ট ০৬ ,২০১৮
ইউএফএস ব্যাংক এশিয়া ইউনিট ফান্ড	আগস্ট ১৩ ,২০১৮
ভিএফএস থ্রেড ডাইং লিমিটেড	সেপ্টেম্বর ০৯ ,২০১৮
এজ বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড	সেপ্টেম্বর ০৯, ২০১৮
এমএল ডাইং লিমিটেড	সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৮
সিলভা ফার্মা সিউটিক্যালস লি.	সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৮

১৭. এমআইএস

অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিএসইসির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারইজড তথ্য বিশ্লেষণভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা এবং ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এমআইএস বিভাগের কাজ ।

বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে (www.sec.gov.bd এবং www.secbd.org) বিভিন্ন ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয়ে থাকে।

- এ সময় ওয়েবসাইটে আপলোডের সংখ্যা:

কাজ	সংখ্যা
আইপিও প্রসপেক্টাস স্থাপন	৩টি
মিউচুয়াল ফান্ড প্রসপেক্টাস স্থাপন	২টি
এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন	৫৯টি
অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন	৫টি
মতামতের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া আইন স্থাপন	১টি
প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১৭টি
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	১টি

১৮. গবেষণা ও উন্নয়ন

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়:

ক. চাহিদা মোতাবেক সরকারের নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ:

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

২. কমিশনের মাসিক উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির প্রতিবেদন।

খ. চাহিদা মোতাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট মাসিক প্রতিবদেন প্রেরণ:

১. পুঁজিবাজারের মাসিক লেনদেনের প্রতিবেদন প্রেরণ।

- নিম্নোক্ত প্রতিবেদন সম্পাদনা করা হয়:

প্রতিবেদনের নাম	প্রকাশকাল
বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি	২০১৬- ২০১৭
বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলা	২০১৭- ২০১৮
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরক্রিমা	১টি
Quaterly Review	১টি

১৯. ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি

কমিশনের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং বিনিয়োগকারীদের যথাযথ অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তগ্রহণে সচেতন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম এবং বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেকহোল্ডারে কর্মরত অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে। বিভাগীয় কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বিবরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ	১৬৫
০২	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	৫৫

২০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এ সময় নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

১. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার Survey সংশ্লিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণ করা হয়।
২. এছাড়া উক্ত সময়সীমায় বৈদেশিক নানা সংস্থার Query-এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক তা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ ও পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ করেছে।

২১. স্টক এক্সচেঞ্জের অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিক্স

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

মাস	ডিএসই ইনডেক্স (DSEX)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেন-এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)		সিকিউরিটিজ লেনদেন-এর পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
জুলাই	৫৩০২.৬৪	৩৮৪১৪৪৯	২২	৪২৯৮	১৯৫	১৮৬৭৬৯.৪৭	৮৪৮৯.৫২
আগস্ট	৫৬০০.৬৪	৩৯৬২২৬১	১৮	৩৩৯৬	১৮৯	১১৪৯৫২.৫৯	৬৩৮৬.২৬
সেপ্টেম্বর	৫৩৬৮.৯৬	৩৮৭৬৮৪২	২০	৩৩৮৬	১৬৯	১৪৮১০২.৬৭	৭৪০৫.১৩
মোট			**৬০**	**১১০৭৯**	**১৮৫**	**৪৪৯৮২৪.৭৩**	**৭৪৯৭.০৮**

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

মাস	সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেন-এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)		সিকিউরিটিজ লেনদেন-এর পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
জুলাই	১৬২৯৬.১১৪৯	৩১৪৭৪১১	২২	২৯৯	১৪	১২৫৬৩.০২	৫৭১.০৫
আগস্ট	১৭২৪৪.৪৮৬০	৩২৭২৩৬১	১৮	২০৭	১২	৬১১১.১৩	৩৩৯.৫১
সেপ্টেম্বর	১৬৪৮৩.২৯২৯	৩১৭৩৮০২	২০	২২৮	১১	১০৬৬৯.৯১	৫৩৩.৫০
মোট	১৬৪৮৩.২৯২৯		৬০	৭৩৪	১২	২৯৩৪৪.০৬	৪৮৯.৭

মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

- উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লি. (সিএসই)

২২. প্রেস রিলিজ

এ সময়ে কমিশন ১৭টি প্রেস রিলিজ ইস্যু করেছে; যা কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.sec.gov.bd এবং www.secbd.org) সন্নিবেশিত আছে।